কালসন্ধ্যা

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন : 'তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে—আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।' কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেবী, আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই-ই উক্ত হ'লো।'

যথাকালে কী-ভাবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়, মহাভারতের মৌষল পর্বে তা বর্ণিত আছে। 'কালসন্ধ্যা'র কাহিনীর অংশ সেখান থেকে আহৃত। বলা বাহুল্য, দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহু দূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব-ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।

এই নাটকের একটি হ্রস্বতর লেখন আকাশ-বাণীর নিখিলভারতীয় অনুষ্ঠানে ২৫ এপ্রিল, ১৯৫৮ তারিখে সম্প্রচারিত হয়েছিলো। পরে সম্পূর্ণ লেখনটি ধারাবাহিক-ভাবে ছাপা হয় 'দেশ' পত্রিকায়। বইয়ে আরো কয়েকটি নতুন অংশ যোগ করেছি।

বু. ব.

পাত্রপাত্রী

দুই যাদব বন্ধু
সত্যভামা
সুভদ্রা
কৃষ্ণ
অর্জুন
ব্যাসদেব

কয়েকটি সুরাবিহ্বল অভিজাতবংশীয় পুরুষ ও রমণী, দ্বারকার বিবিধ জনতা (স্ত্রী ও পুরুষ), দুই প্রহরী, দস্যুদল, কয়েকটি নারী, অর্জুনের অনুচরবৃন্দ।

পূর্বরঙ্গ

[যবনিকা এখনো ওঠেনি। দুই যাদব বৃদ্ধ দু-দিক থেকে প্রবেশ ক'রে মঞ্চের অগ্রভাগে দাঁড়ালেন।]

প্রথম বৃদ্ধ

এই তো সেদিনমাত্র কুরুক্ষেত্রে রক্তপাত শেষ।
তবু আমাদের এই লোল চর্ম, পাণ্ডুবর্ণ কেশ
নির্ভুল জানায় বার্তা কেটে গেছে ছত্রিশ বৎসর,
আর এই বিশ্বধামে কিছু নেই, যা নয় নশ্বর।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

ধর্মরাজ্য, সামনীতি কৃষ্ণ করেছিলেন স্থাপন।
সাত্যকি ও কৃতবর্মা যুক্ত হয়েছিলেন সদ্ভাবে—
একজন পাণ্ডবপক্ষীয় বীর, পাণ্ডবের শত্রু অন্যজন।
আমরা ভেবেছিলাম এই শান্ত শৃঙ্খলায় দিন কেটে যাবে।

প্রথম বৃদ্ধ

এই তো সেদিনমাত্র প্রত্যাবৃত বৃষ্ণিবীরগণ
জায়া, পুত্র, সুহৃদের সাহচর্যে সানন্দনিশ্বাস,
ফিরিয়ে এনেছিলেন জনতার সরল আশ্বাস।
—তবু আজ কেন শঙ্কা? দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

ইতিমধ্যে এই দেশে কত হ'লো নূতন যোজনা :
পথ, যান, অট্টালিকা, পুষ্করিণী, কানন, মন্দির,
চতুর্বর্ণ নিজ গৃহে নিরাপদ, স্বকর্মে সুস্থির।
—আমরা ভেবেছিলাম, এই রীতি ব্যাহত হবে না।

প্রথম বৃদ্ধ

ভেবেছি অনেকবার, ব্যক্তিগত আমরা যদিও
বিদায়বিহ্বল, তবু বীজ থেকে বৃক্ষের উত্থান
ছায়াস্নিগ্ধ আঙিনায় প্রপৌত্রকে জানাবে সম্মান;
এরই নাম প্রকৃতি, যা সনাতন, অনাক্রমণীয়।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

আমরা সমাপ্ত, বৃদ্ধ। আমাদের চাওয়ার কী আছে?
কেবল এটুকু : যেন পরস্পর ঋতুর উৎসাহ
বিসংবাদী পঞ্চভূতে অবিচ্ছেদ ঘটায় বিবাহ।
কেবল এটুকু : যাতে মানুষের সন্তানেরা বাঁচে।

প্রথম বৃদ্ধ

কিন্তু, বলো, সেটুকুও অদৃষ্টের নয় কি সম্মত
পশ্চিম-সাগরকূলে ঋদ্ধিময়ী এই দ্বারকায়?
সে কোন অজানা ভয় আমাদেরও পাঁজর কাঁপায়—
আমরা, মুহূর্ত পরে হবো যারা ভস্মে পরিণত।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

আমরা জেনেছি বিশ্বে ক্ষয়, বৃদ্ধি পরিবর্তমান,
মৃত্যু আনে নবজন্ম, বার্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব;
কিন্তু আজ মনে হয় কখনো বা ব্যত্যয় সম্ভব,
কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান।

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা ভেবেছিলাম কুরুক্ষেত্রে শোণিতক্ষরণ
এঁকে দেবে দুঃখের অক্ষরে এক মহত্তর শান্তির ইঙ্গিত,
উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে অর্থ পাবে বীভৎস অতীত।
—কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?

[দুই বৃদ্ধ দু-দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।]

প্রথম অঙ্ক

[বন্ধুদের সংলাপ শেষ হবার আগেই বিবিধ অশুভসূচক শব্দ শোনা যাচ্ছিলো, এবারে তা আরো স্পষ্ট হ'লো। কয়েক মুহূর্ত এই সব শব্দ, তারপর ধীরে যবনিকা উঠলো। দ্বারকা-পুরীর প্রাসাদের একটি কক্ষ। বাতায়নে সুভদ্রা, সত্যভামা অদূরে দাঁড়িয়ে। বাতায়নের বাইরে রাজপথ।]

সত্যভামা

শুনছো? . . . শুনছো? . . . সুভদ্রা, শুনছো?

সুভদ্রা

সত্যভামা, এসো দেখে যাও,
বাতায়নে মেলে দাও দৃষ্টি—
ভাবোনি যা কোনোদিন দেখবে,
দুঃস্বপ্নেও কেউ দ্যাখেনি।

সত্যভামা

গুরুগুরু শব্দ, যেন ভূমিকম্প,
জায়মান ঝঞ্ঝার অগ্রিম গর্জন,
বন্যার আয়োজন, জনতার চীৎকার।

সুভদ্রা

অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য!
নভোমণ্ডলে বিশাল ধূম্রপুচ্ছ,
মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা।
—না!
নয় সন্ধ্যা, নয় রৌদ্র, নয় রাত্রি,
নেই অস্ত-কনক, নেই স্নিগ্ধ ছায়া
নম্র-কিরণশালী চন্দ্র কোথাও নেই,
কম্প্র-অংশুমালী নেই নক্ষত্র।

সত্যভামা

গুরুগুরু মন্দ্র, যেন ভূমিকম্পে
বিদীর্ণ মন্দির, নাগরিক হর্ম্য,
দানবের ধর্ষণে বিহ্বল দিঙনাগ,
উন্মূল যেন অশ্বত্থ।

সুভদ্রা

নেই!
জ্যোতি বা তমিস্রা,
নিদ্রা বা জাগরণ,
আহ্নিক অভ্যাস কিছু নেই।

কালসন্ধ্যা

আকাশে জ্বলছে এক ধিকিধিকি পিঙ্গল পিণ্ড,
করালদংষ্ট্রা কোন অসুরের মুণ্ড;
জ্বলে নেভে রক্তিম চক্ষু
মলময় তির্যক অনলে,
উদ্দাম জটা থেকে ছুটে যায় অস্থির উল্কা,
জিহ্বা বিলোল, যেন হিংস্র তরক্ষু।

[নেপথ্যে স্ত্রী ও পুরুষের কণ্ঠে দূরাগত অস্পষ্ট কলহাস্য।]

সত্যভামা

শুনছো? ··· সুভদ্রা, শুনছো?
অট্টহাসি, ঐ অট্টহাসি
পুরুষের, রমণীর কণ্ঠে!
সত্যি কি ওরা সব আমাদেরই আত্মীয়
অভিজাত যদুরাজবংশ?
কুৎসিত উল্লাসে উন্মাদ হ'লো আজ
তোমার আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী—
সত্যি, এ কি সত্যি?

সুভদ্রা

সত্যভামা, আমি জানি না,
মনে হয় কিছু নেই শাশ্বত।
নেই মিত্র-বরুণ দিকচক্রবালে,
অন্তরিক্ষে নেই দ্বাদশ আদিত্য।
রুদ্র হলেন আজ বামে উন্মার্গ,
কাঁপছেন বিষ্ণু ও ব্রহ্মা।

[নেপথ্যে সুরাবিহ্বল কণ্ঠে সুরতালভ্রষ্ট গানের শব্দ।]

সত্যভামা

শুনছো? · · · গান শুনছো?
নেই তাল, নেই মান, মদিরায় উদ্দাম
পুরুষের, রমণীর কণ্ঠ!
আমরা যাঁদের মাতা অথবা ভ্রাতৃবধূ,
আদরিণী ভগিনী বা তনয়া,
তাঁদেরই কণ্ঠে আজ নেই তাল, নেই মান,
আচরণে নেই কৌলীন্য।

[রাজপথে একদল সুরাবিহ্বল অভিজাত পুরুষের প্রবেশ।]

পুরুষেরা

ডাকছি,
তোদের ডাকছি—
যত যাদব কুলস্ত্রী!

সুভদ্রা

ছী-ছী-ছী!
ওরা বলছে কী!

[বিপরীত দিক থেকে একদল সুরাবিহ্বল অভিজাত রমণীর প্রবেশ।]

রমণীরা

আসছি,
আমরা আসছি—
বোনঝি মাসি ধুমসো রোগা
বৌদি ঠাকুরঝি!

সুভদ্রা ও সত্যভামা

(সমস্বরে)

ছী-ছী-ছী!
ওরা বলছে কী!

[মঞ্চের দুই প্রান্তে পুরুষ ও রমণীর দল মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালো।]

পুরুষেরা

আয় — আয় — আয়!
আর রঙ্গ করিসনে।

রমণীরা

যাই — যাই — যাই।
বোন শিকলি খুলে দে।

সুভদ্রা ও সত্যভামা

(সমস্বরে)

হায় — হায় — হায়!
এ কী জঘন্য গান গায়!

পুরুষেরা

হোক বুড়ি হোক ছুঁড়ি,
হোক উগ্রসেনের খুড়ি,
চন্দ্রমুখী বিম্বাধরা
কিংবা হতশ্রী!
শোন ডাকছি!

রমণীরা

চল ভাঙি ওদের দর্প,
হোক বাঁদর বা কন্দর্প।
আয় সবাই মিলে দামালগুলোর
ভূত ভাগিয়ে দিই।
এই আসছি।

[পুরুষ ও রমণীর দল পরস্পরের দিকে এগিয়ে এলো।]

পুরুষেরা

চলছে—
খেলা চলছে
পা টলছে
গা দুলছে
ঠোঁট খুলছে
চোখ জ্বলছে
মদ- লাস্যে।—
আর ফুলছে
ক্ষণে-ক্ষণে এক পাগল সাগর ফুলছে।
হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!

রমণীরা

লাগলো—
ঘোর লাগলো
বাঁধ ভাঙলো
প্রাণ টানলো
দেহ লুটলো

২

কালসন্ধ্যা

ফেনা ছুটলো
কল- হাস্যে।—
আর জাগলো
সকল-ডোবানো পাগল জোয়ার জাগলো।
হিঃ হিঃ হিঃ! হিঃ হিঃ হিঃ!

পুরুষেরা

মত্ত,
আমরা মত্ত,
তাই মুক্ত।

রমণীরা

তাই লুপ্ত
ভেদ- বুদ্ধি।

পুরুষেরা

লুপ্ত
ভেদ- বুদ্ধি।
এসে যায় না—
তুই কন্যা
না কি ভার্যা।
এসে যায় না—
হোক যুবতী
হোক বৃদ্ধা।
এ-ই তো ব্রহ্মবিদ্যা।

[সকলের উচ্চহাস্য।]

রমণীরা

মত্ত,
অনা- সক্ত,
আমরা ধন্য।
কারো জন্য
নেই আক্ষেপ
নেই হিংসে।
এসে যায় না
কার ভাগ্যে
জোটে কোঁকড়া-
চুলো ছোকরা,
আর বোকড়া
বুড়ো মিন্সে।
নমো নির্গুণ ব্রহ্ম।

[সকলের উচ্চহাস্য।]

পুরুষেরা

মত্ত,
তাই মুক্ত —
দেখি একাকার
সব বিপরীত,
আজ হিতাহিত
নিশ্- চিহ্ন।
ধ্বংস
আর উদ্ধার,
পুণ্য
আর অনাচার,

ঋদ্ধি
আর আর্তি
একাকার,
সব একাকার।
এ-ই তো ব্রহ্মতত্ত্ব।

[সকলের উচ্চহাস্য।]

রমণীরা

তবে আয় না
চ'লে আয় না,
মাতি নৃত্যে
তা-তা- থৈ-থৈ।

পুরুষেরা

এসে যায় না
যদি ডাকিনীর
দল উল্লাসে
হাসে খলখল,
যদি মৃত্যু
দেখা দেয় ঐ।

রমণীরা

এই তুচ্ছ
জীব- জন্মে
কী বা ধর্ম
কী অধর্ম।

পুরুষেরা

যত দ্বন্দ্ব
সবই ভ্রান্তি,
যত বন্ধন
সবই ছলনা,
সুখ- দুঃখ
সবই ক্ষণিকের,
তার অবসান
তোর মোক্ষ।

রমণীরা

এই দিব্য-
জ্ঞানে ধন্য,
ছাড় সংসার
ভোল ভাবনা —

পুরুষ ও রমণীরা

(সমস্বরে)

বল, মাংস-
মেদ- রক্তে
এই ঘূর্ণির
বেগ দুর্বার—
তাও ব্রহ্ম,
তাও ব্রহ্ম,
নমো ব্রহ্ম।

[সকলের উচ্চহাস্য। টলমান পদক্ষেপে বিমিশ্রভাবে পুরুষ ও রমণীরা বেরিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

সত্যভামা

সুভদ্রা,
এ কি সম্ভব? এ কি সম্ভব?
পুরুষ যত না হোক ছিন্ন,
মদিরায় অন্ধ বা মদনের নিষ্ঠুর পীড়নে,
অথবা আকস্মিক বিস্মৃতিবশত—
বিশ্ববিধান তবু থাকে অক্ষুণ্ণ।
ইতিহাসে শোনা যায় তির্যক সংগমলিপ্সায়
রাজা ও তপস্বীরা হয়েছেন কিম্ভূত জন্তু।—
কিন্তু
কল্যাণী যাঁরা গৃহলক্ষ্মী,
রক্ষয়িত্রী মনুবংশের,
যুগে-যুগে জননী ও ধাত্রী,
সনাতন ধর্মের আশ্রয়—
তাঁদের ক্ষণিক ভ্রম প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য।
অথচ তাঁরাই আজ বীভৎস যজ্ঞের হোত্রী
বিখ্যাত যাদবের পুরীতে—
কেমনে ভুলবো এ-কলঙ্ক?

সুভদ্রা

(নিজের বাহুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে)

কখনো ভাবিনি এই গর্বিত ধমনীতে
এত ক্লেদ ছিলো প্রচ্ছন্ন।

সত্যভামা

কখনো ভাবিনি কোনো সাধ্বীর শোণিতেও
এমন উগ্র হয় কালকূট।

কালসন্ধ্যা

তবু যেন মনে হয় নয়, নয় সম্ভব
সধবার, বিধবার, কুমারীর এই মতিভ্রংশ।

[নেপথ্যে জনতার দূরাগত বিমিশ্র কলরোল।]

সুভদ্রা

সম্ভব—
সত্যভামা, সবই সম্ভব।
এসো এই বাতায়নে দেখে যাও,
জনগণ ছোটে উদ্‌ভ্রান্ত,
আর্তি ও আক্রোশে ফুঁশে ওঠে গর্জন,
বাত্যাচালিত যেন বহ্নি অশান্ত।

সত্যভামা

শুনছো? . . . সুভদ্রা, শুনছো?
হুংকারে আক্ষেপে উগ্র পদক্ষেপে
আমাদেরই পরিজনবর্গ—
কৃষক, তন্তুবায়, ধীবর, সূত্রধর,
বণিক, নাবিক, কারুশিল্পী—
ভূগর্ভ থেকে যারা টেনে তোলে দুর্জ্ঞেয় স্বর্ণ,
সপ্তসিন্ধু ঘুরে এনে দেয় লবঙ্গ মৌরি,
যাদের যত্নে পশু, পতঙ্গ, উদ্ভিদ
দান করে অন্ন ও আবরণ,
জোগায় দুগ্ধ, মধু, উজ্জ্বল অংশুক, শঙ্খ—
সেই যারা যুগে-যুগে জীবনের নির্ভর,
তারা আজ কী বলছে, শুনছো?

জনতার উগ্র কণ্ঠ

(নেপথ্যে)

নিপাত যাক, নিপাত যাক,
পাপিষ্ঠেরা নিপাত যাক!

[রাজপথে বিস্রস্ত ও উত্তেজিত চলমান জনতার প্রবেশ।]

দলপতি

ধিক! ধিক! ধিক!
কৃষ্ণকে ধিক!

অন্যেরা

(সমস্বরে)

অকর্মা অক্ষম কৃষ্ণকে ধিক!

দলপতি

ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক!

অন্যেরা

(সমস্বরে)

পাপিষ্ঠ সব রাজন্যদের
ধ্বংস হোক!

দলপতি

মন্ত্র শোন! মন্ত্র শোন! মন্ত্র শোন!

অন্যেরা

(সমস্বরে)

আমরা আজ শক্তিমান দুঃশাসন।

দলপতি

কণ্ঠে তোল অট্টরোল শঙ্খনাদ—
লুটবো রাজ- দণ্ড আজ আমরা!

অন্যেরা

(সমস্বরে)

লুটবো রাজ- দণ্ড আজ আমরা!

দলপতি

আমরা!—
যত বৈশ্য আর শূদ্র আর ব্রাত্য,
যত কর্ণ একলব্য আর শম্বুক,
যত অন্যায় যত অবিচার যত লজ্জা—
চাই প্রতিশোধ! আজ প্রতিশোধ! চাই প্রতিশোধ!

অন্যেরা

(সমস্বরে)

প্রতিশোধ! চাই প্রতিশোধ!

দলপতি

যত ভূপতি যাবে পাতালে,
এই পৃথিবী হবে আমাদের।

অন্যেরা

এই পৃথিবী হবে আমাদের!
সব শ্রীমতী হবে আমাদের!

দলপতি

আমরা দুর্মদ, আমরা তীব্র,
হানি বজ্র, জ্বালি বিদ্যুৎ,
যাতে নূতনের হয় উত্থান,
যাতে দুর্জন পায় শাস্তি,
আর ভাণ্ডার- ভরা সম্ভোগ
হয় আমাদের, সব আমাদের—
তাই প্রস্তুত, আছি প্রস্তুত
আজ আমরা!

অন্যেরা

(সমস্বরে)

প্রস্তুত! আমরা প্রস্তুত! আছি প্রস্তুত!

[পুরুষের দল কলরোল করতে-করতে বেরিয়ে গেলো। রাজপথে একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ।]

প্রথম স্ত্রীলোক

ভয় পেয়েছি গো, ভয় পেয়েছি আমরা।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক

গাভী বিয়োলো ছাগল, পায়রাগুলো হুক্কাহুয়া চ্যাঁচায়

তৃতীয় স্ত্রীলোক

আমাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রি ভ'রে ইঁদুর
খুঁটে খায় চুল, নখ, গায়ের চামড়া।

চতুর্থ স্ত্রীলোক

স্বপ্নে দেখি, আমাদের বুকের দুধ শুষে নিচ্ছে
বিকট জোঁক, রক্তমুখী বাদুড়;

পঞ্চম স্ত্রীলোক

আর দেখি লক্ষ কৃমিকীট আমাদের অন্নে।

প্রথম স্ত্রীলোক

আমরা জানি না কিসের জন্যে এই দারুণ
দুর্দৈব, কিন্তু চলেছি
পুজো দিতে, হত্যে দিতে কোনো বাবার চরণে।

স্ত্রীলোকেরা

(সমস্বরে)

রাজামশাই, পুরুৎঠাকুর, হে নারায়ণ,
যে যেখানে দেবতা আছেন, দয়া করুন।

[স্ত্রীলোকদের কথা শেষ হবার আগেই পুরুষের দল আবার প্রবেশ করেছে। মেয়েদের কথা শেষ হওয়ামাত্র তাদের কথা আরম্ভ হবে।]

দলপতি

হাঃ হাঃ হাঃ!
তোরা কান্না থামা না,
ওরে মূর্খ মেয়েমানুষ!
আর নেই রাজা, নেই পুরুৎঠাকুর
তাও কি জানিস না?

দ্বিতীয় পুরুষ

বিষ্ণু মহেশ ভূত হয়েছেন
তাও কি জানিস না?

তৃতীয় পুরুষ

আজ তিন ভুবনে কোত্থাও নেই
বাবা কিংবা মা!

চতুর্থ পুরুষ

আজ ঠগ বাছতে ভূ-ভারতে
উজোড় হবে গাঁ!

পঞ্চম পুরুষ

কোন বানের জলে যাচ্ছে ডুবে
বৃষ্ণিকুলের ছা—
তাও কি জানিস না,
ওরে মূর্খ মেয়েমানুষ!

[রাজপথে দুই প্রহরীর প্রবেশ। তাদের হাতে মদের ভাঁড়। স্ত্রীলোকেরা চকিত হ'য়ে মঞ্চের এক পাশে স'রে দাঁড়ালো। দূর থেকে ভেসে এলো অভিজাতবংশীয় নরনারীদের প্রমোদের শব্দ।]

প্রথম প্রহরী

দেখে নে, দেখে নে, দেখে নে
ক্ষাত্রধর্ম কেন ধন্য।
কুরুক্ষেত্রে যারা মহান কীর্তিমান
শাম্ব, সারণ, প্রদ্যুম্ন,
সাত্যকি আর কৃতবর্মা,
ইত্যাদি আত্মীয়বৃন্দ—
তারা কেলিকর্দমে রাজপথে উত্তাল,
বানরের মতো নির্লজ্জ।
এও কি সহ্য হবে বাসুদেব কৃষ্ণের
না কি তাঁর নেই অস্তিত্ব?

পুরুষেরা

(সমস্বরে)

নেই! নেই! নেই!

দ্বিতীয় প্রহরী

শিখে নে, শিখে নে, শিখে নে
সার্থক কেন নরজন্ম।
চেষ্টা, পরিশ্রম, অর্জনে উদ্যম
এ তো শুধু দুঃখেরই উৎস।
নিষ্ঠা ও সংযম, ভক্তি ও কৃচ্ছ্র
অমিশ্র দুঃখেরই উৎস।

কালসন্ধ্যা

আনন্দ আছে শুধু অজ্ঞান জন্তুর,
জীবজন্মের সার মাধুরী ও শিশ্ন,
অতএব বল দেখি কী বা তায় এসে যায়
আছেন বা নেই তোর কৃষ্ণ?

পুরুষেরা

(সমস্বরে)

নেই! নেই! নেই!
কৃষ্ণ নেই! ধর্ম নেই! সত্য নেই!

প্রথম প্রহরী

(ভাঁড়ে চুমুক দিতে-দিতে)

চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ—
ওদের কত না ছিলো ভোগ্য:
মৃগয়ার উল্লাস, যজ্ঞের সৌরভ,
রণক্ষেত্রে জয়লক্ষ্মী,
প্রণয়িনী বনিতার অঙ্ক
এবং দীপ্তিশালী সন্তান,
মধুর স্তোত্রপাঠে মিশ্রিত প্রভাতের তন্দ্রা
এবং নৃত্যে-গীতে মন্দ্রিত সন্ধ্যার মন্দির—
যা-কিছু উৎসাহিত করে মরজীবনে।
অথচ ওরাই আজ শেষ পর্যন্ত
চীৎকৃত বায়ুবেগে বলছে:
ধ্বংসের মতো আর সুখ নেই।

পুরুষেরা

(সমস্বরে)

আমরাও সেই সুখ পেতে চাই।

দ্বিতীয় প্রহরী

(ভাঁড়ে চুমুক দিতে-দিতে)

শিখে রাখ, শিখে রাখ, শিখে রাখ—
অল্পে তৃপ্তি নেই মানুষের,
এবং যা-কিছু ভালো আছে এই মর্ত্যে
অসীমের তুলনায় সব অত্যল্প।
কুল, শীল, ধনমান, জনতার শ্রদ্ধা,
মুগ্ধা ললনাকুল, সুন্দর পশুপাল,
ফুলে ফলে সরোবরে রমণীয় বনানী—
অসীমের তুলনায় সব অত্যল্প।
ফলত ওরাই, যারা পেয়েছিলো সব সম্ভোগ্য,
অসীমের তৃষ্ণায় অস্থির,
চীৎকৃত বায়ুবেগে ব'লে যায় : শেষ পর্যন্ত
ধ্বংসের মতো আর সুখ নেই!

পুরুষেরা

(সমস্বরে)

আয় তবে নির্ভয়ে মেতে যাই।

[প্রহরীরা শূন্য ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলো। আবার ভেসে এলো রাজবংশীয় নরনারীদের প্রমোদের শব্দ।]

দলপতি

বাঃ বাঃ বাঃ!
আর রইলো না চিন্তা।
আজ ভোগের গাঙে বান ডেকেছে,
পাতাল খোলে হাঁ।

দ্বিতীয় পুরুষ

চল ভাই, চল চল,
আমরাও গা ভাসাই এই বন্যায়।

তৃতীয় পুরুষ

কী আনন্দ, আজ ন্যায়-অন্যায় নির্ভেদ,
উচ্চ যায় তলিয়ে, ঊর্ধ্বে ওঠে নিম্ন।

চতুর্থ পুরুষ

ছন্দ ভাঙে, খসে শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা,
নেই শ্রম, নিয়ম হ'লো ছিন্ন।

দলপতি

আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছেই ঈশ্বর।

পঞ্চম পুরুষ

আয় মাতি ওদেরই মতো রঙ্গে,
ইন্দ্রের মতো চিহ্ন আঁকি সর্বাঙ্গে।

চতুর্থ পুরুষ

ঢাল কণ্ঠে ধান্যেশ্বরী, টান অঙ্কে কামেশ্বরীকে।

তৃতীয় পুরুষ

না, না!—আর ধান্যেশ্বরী নয়।
এবার সীধু, মধু, কোহলে হবো মগ্ন।

দলপতি

আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছেই ঈশ্বর।

দ্বিতীয় পুরুষ

আমাদের বৌগুলো সব জাউ পান্তা, ধ'রে আন
ওদের একঝাঁক গনগনে জোয়ান কিঙ্করী—
যেন লঙ্কা ঘি লবণ মাখা তপ্ত নবান্ন।

তৃতীয় পুরুষ

না, না! কিঙ্করী কেন? আর কিঙ্করী কেন?
এবার বিশুদ্ধ আর্যনারী—লোলিহান।
বাসুদেবের নাৎনি আছে অগুনতি।

চতুর্থ পুরুষ

আ-হা! কান্তি যেন কল্পতরু, যাতে পদ্ম ফোটে,
আর ফলন্ত যাতে পক্ক আম, স্নিগ্ধ তাল, সজল তালশাঁস,
সব স্বাদ—সব সৌরভ—অফুরন্ত।

পঞ্চম পুরুষ

আ-হা! ডালে ঝোলে কাঞ্চন, পাতায় দোলে মুক্তো,
কাড়বো সব রত্ন, নিংড়ে নেবো যৌবন।

চতুর্থ পুরুষ

রত্ন নেবো ছিনিয়ে, নিংড়ে নেবো যৌবন।
দংশন — পেষণ — শোষণ — ধর্ষণ!

দলপতি

প্রাণ যা চায় তা-ই কর! প্রাণ যা চায় তা-ই কর!
আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছেই ঈশ্বর।

পুরুষেরা

(সমস্বরে)

আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছেই ঈশ্বর।

[পুরুষের দল কলরব করতে-করতে বেরিয়ে গেলো।]

স্ত্রীলোকেরা

(সমস্বরে)

মা-ষষ্ঠী, বাঁচাও! মা-লক্ষ্মী, বাঁচাও! মা-দুর্গা, বাঁচাও!

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

সুভদ্রা

রক্ষা নেই, সত্যভামা, রক্ষা নেই আর।

সত্যভামা

শুনেছি, হস্তিনাপুরে দেখা দিয়েছিলো
এইমতো প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলা,
জীবে জড়ে বিপর্যয়
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে?

সুভদ্রা

আমিও শুনেছি তা-ই, স্বচক্ষে দেখিনি।
যুদ্ধ—সে তো ক্ষাত্রধর্ম। ভ্রাতৃহত্যা তবু ভালো নয়।
তাই দেবগণ
হয়তো করেছিলেন ইঙ্গিতে ভর্ৎসনা।
কিন্তু আজ দ্বারকায় যুদ্ধ, মারী, অনাবৃষ্টি, কিছু নেই।
তবু যদি ব্যাধি ও বিকার ব্যাপ্ত, কোথায় উদ্ধার?

সত্যভামা

সুভদ্রা, আমার মন অন্য কথা বলে।
অকস্মাৎ দেখি যেন রশ্মিরেখা, যা এখনো দিগন্তে লুকোনো।
জানো তো, যখন রাত্রি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অমায় মগ্ন,
তখনই নূতন উষা আসন্ন, প্রস্তুত।

সুভদ্রা

আমি দেখি দ্বারকায় সর্বনাশ উড়িয়েছে ধ্বজা,
উন্মাদ রাজন্যকুল, আশঙ্কায় বিহ্বল জনতা;
পঞ্চভূত উতরোল, চরাচরে ওঠে প্রতিবাদ।

সত্যভামা

ভেবো না, আছেন কৃষ্ণ।
এরা আজ মোহাচ্ছন্ন, তাই ভুলে গেছে
কিছু নেই, যা অসাধ্য তাঁর,
অনায়াস অপ্রয়াসে তাঁর দান সব সমাধান,
স্থানে, কালে, অন্তরালে তিনি উপস্থিত।

সুভদ্রা

আর যিনি গোবিন্দের অভিন্নহৃদয় বন্ধু,
অজেয় গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী,
পরন্তপ, পাপহন্তা, অনিদ্র অর্জুন—
এরা কি তাঁকেও ভুলে গেছে?

সত্যভামা

বিস্মৃতি সহজ, আর মানুষ চৈতন্যাক্লিষ্ট
এবং মরত্বে বন্দী, স্বভাবত মুক্তি কাম্য তার।
কিন্তু দৈবদোষে কখনো বা
চায় মূর্ছা, অপস্মার, আত্মলোপে খোঁজে স্বর্গসুখ—
কী দীন জনতা, কী-বা শূরবৃন্দ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তবু ভাবি, যেহেতু কুরুক্ষেত্রে
ভ্রাতৃবধ, গুরুহত্যা, বহু মিথ্যাচার—
তাও ছিলো ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার পূর্বরঙ্গ,
তাই আজ যাদবের নির্বোধ ভ্রান্তিও
আর-কিছু নয়—শুধু স্থিতির ব্যত্যয়,
সাময়িক, সংশোধনীয়।

সুভদ্রা

কিন্তু, সত্যভামা—
তোমার কি মনে নেই?
মনে নেই গান্ধারীর অভিশাপ?

সত্যভামা

কৃষ্ণ, যিনি বহুরূপী, বিশ্বরূপী,
সব আরম্ভের মন্ত্রী, যন্ত্রী সব দূর সমাপ্তির,
যুদ্ধের নেপথ্যনেতা, শান্তির স্থপতি,
সাম্রাজ্যের অলক্ষ্য যোজক,
মহাজ্ঞানী ভীষ্ম যাঁকে মৃত্যুকালে অর্ঘ্য দিয়েছেন
দেবশ্রেষ্ঠ ব'লে—
সেই তিনি . . . অভিশপ্ত?

(মৃদু হেসে)

—**বাতুলতা!**

সুভদ্রা

তবে কেন প্রচ্ছন্ন এখনো
পার্থসারথি ও পার্থ, যাঁদের দর্শনমাত্রে
শান্ত হবে বিক্ষুব্ধ জনতা, আর বৃষ্ণিবীরগণ
দাঁড়াবেন পুনর্জিত মৌলিক গৌরবে
স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমাপ্রার্থনায়?

[নেপথ্যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।]

অস্ত্রের সংঘাত কেন? যাদবেরা স্বস্থ নেই জেনে
এলো কি লুণ্ঠনকারী বর্বর দস্যুরা?

সত্যভামা

(সহাস্যে)

দ্বারকায় আক্রমণ? কোন দস্যু এত দুঃসাহসী?
হোন মদিরায় মত্ত, তবু কৃতবর্মা ও সাত্যকি
সহস্র দস্যুর চেয়ে পরাক্রান্ত।

[নেপথ্যে আবার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।]

সুভদ্রা

ঐ শোনো — আবার!

সত্যভামা

(কান পেতে)

কিসের শব্দ?

(ক্ষণকাল পরে)

না, সুভদ্রা, অস্ত্র নয়, নর্তকীর নূপুরনিক্বণ
কঙ্কণে ও কাঞ্চীদামে চঞ্চল ঝংকার।

সুভদ্রা

কনকের ধ্বনি আরো নম্র ব'লে আমার ধারণা।

সত্যভামা

হয়তো বা স্বভাবযোদ্ধারা
প্রমোদের অবসানে অবসাদ কাটাতে, সম্প্রতি
খেলাচ্ছলে করছেন অস্ত্রাভ্যাস।

সুভদ্রা

(ক্ষণকাল পরে)

এসো, অন্য কথা বলি, সত্যভামা,
পুরোনো দিনের কথা, অতীতের—
আমাদের যখন যৌবন ছিলো—সেই সব দিন।
বলো প্রেম, বলো সুখ—যুদ্ধ নয়, জয় নয়, রাজনীতি নয়—
পুরুষ ও নারীর প্রণয়,
আলিঙ্গনে প্রাণবিনিময়,
অঙ্গে-অঙ্গে সংযুক্ত হৃদয়।
তারপর চিহ্নময় সফলতা :
স্তনমুখে শ্যামল মণ্ডল,
উদরের গুরুত্বে মন্থর তনু,
অন্তরালে অন্য এক প্রাণ—
আনন্দে ও যন্ত্রণায় জন্ম নেয় মাতার সন্তান।

(হঠাৎ থেমে, রুদ্ধস্বরে)

—অভিমন্যু! হায়, অভিমন্যু!

সত্যভামা

দেহ লঘু, জীবন নির্ভার,
ক্ষীণাঙ্গী তরুণী আমি, পিতা ভালোবাসতেন আমাকে।

কালসন্ধ্যা

'সত্যভামা,' পিতা বলতেন,
'সত্যভামা, আমি তো জানি না,
তোর যোগ্য পতি কে হ'তে পারেন—একজন বিনা।'
গণকে বলেছিলেন বৃষ্ণিকুলে আমার নির্বন্ধ;—আমি
মনে-মনে কৃষ্ণকে চেয়েছিলাম,
পিতার ইচ্ছাও তা-ই।
কিন্তু অন্য পাণিপ্রার্থী ছিলো—
শতধন্বা, অক্রূর ও কৃতকর্মা।
সদ্যপরিণীতা আমি—নববধূ—গরবিনী, বিজয়িনী কৃষ্ণপ্রিয়া :
অকস্মাৎ বার্তা এলো, ব্যর্থ কামে ক্ষুব্ধ যুবকেরা
পিতাকে করেছে হত্যা, যখন নিদ্রায় তিনি চেষ্টাহীন।
হন্তা শতধন্বা, আর কৃতবর্মা সংঘটক, ষড়যন্ত্রী।
কৃষ্ণ শতধন্বাকে নিধন ক'রে
করুণায়, সান্ত্বনায় থামালেন আমার উত্তাল কান্না।
কিন্তু সেই কৃতবর্মা আজও বেঁচে আছে।

সুভদ্রা

থাক।
কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা লক্ষবার যদি হত হয়,
অভিমন্যু ফিরে আসবে না,
পাণ্ডবের কোনো পুত্র ফিরে আসবে না।

সত্যভামা

পিতা, ক্ষমা করো!
পতিপ্রেমে মগ্ন হ'য়ে কেমন সহজে
আমি ভুলেছিলাম তোমার

ভীষণ, হিংস্রক মৃত্যু—যা আমারই দাম্পত্যের প্রতিফল।
জীবন নিষ্ঠুর।

সুভদ্রা

সত্যভামা, ভেবে দ্যাখো :
পিতৃগণ অগ্রগামী জন্মে ও মরণে,
তাঁদের অপসরণ কষ্টকর, তবু স্বাভাবিক।
কিন্তু পুত্র—জননীর অনন্য সন্তান--তার মৃত্যু!
আমি তাও—তাও সহ্য করেছি, নিয়েছি মেনে,
এমনকি—এতদিনে—ভুলে গেছি—প্রায়।
জীবন নিষ্ঠুর।

সত্যভামা

বলেছিলে, 'এসো, অন্য কথা বলি। প্রেম, সুখ, সুন্দর যৌবন।'

সুভদ্রা

আমাদের সব সুখ—অন্তরালে ব'য়ে যায় অশ্রুর প্লাবন।

সত্যভামা

জ্বলে প্রেম আত্মভুক : লালসায়, বিচ্ছেদের তীব্র তাপে, ঈর্ষার জ্বালায়।

সুভদ্রা

কখনো বোঝে না কেউ কোন গুপ্ত ছিদ্রপথে যৌবন পালায়।

সত্যভামা

মনে হয় আমাদের বন্ধু যারা—তার মধ্যে মৃতেরাই সংখ্যায় বিরাট;

সুভদ্রা

আর যেন অপেক্ষায় আছে তারা, দৈবে যদি খুলে যায় দুর্গের কবাট।

সত্যভামা

তাহ'লে কি মৃত্যু আর স্মৃতি ছাড়া কীর্তনের যোগ্য কিছু নেই?

সুভদ্রা

তবু এ-জীবন ভালো—ক্ষয়, শোক, পরিতাপ অলঙ্ঘ্য জেনেও।

সত্যভামা

কেননা ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকে—

সুভদ্রা

যেমন পান্ডবপৌত্র পরীক্ষিৎ,
যার কাছে নিতান্তই জনশ্রুতি হস্তিনার রক্তাক্ত অতীত।

সত্যভামা

যেমন আবর্তময় ইতিহাসে কৃষ্ণের উত্থান,
এবং দ্বারকাধামে ঋদ্ধিশালী এই বর্তমান।

সুভদ্রা

(চকিত স্বরে)

কিন্তু—ঐ শোনো!

[নেপথ্যে অস্পষ্ট কলরোল। তারপর কয়েক মুহূর্ত নিথর স্তব্ধতা।]

স্তব্ধ কেন? অকস্মাৎ সব স্তব্ধ কেন?
এতক্ষণ আন্দোলন, চীৎকার, ধিক্কার—
অন্তত প্রাণের চিহ্ন—কে গুটিয়ে নিলো অন্তরালে?
কোন তীব্র অপেক্ষায় বিশ্বে যেন পড়ে না নিশ্বাস?
কী···কী? সত্যভামা, কী হ'লো?

সত্যভামা

(ক্ষণকাল পরে)

কিছু না।
হয়তো বা ভালো নয় মৃতের বিষয়ে এত কথা বলা।
কে জানে, তারাও
মাঝে-মাঝে শক্তি ফিরে পায় কিনা,
পার্থিবের স্মরণে ও সম্ভাষণে উক্ত হ'লে পরে।

(ক্ষণকাল পরে)

মৃতগণ, প্রিয় বা অপ্রিয়, বলো,
তোমরা কি তৃপ্ত নও?

কালসন্ধ্যা

তর্পণে ও পিণ্ডদানে এখনো কি তৃপ্ত নও?
তোমরা কি এখনো করোনি পান নূতন মাতার স্তন্য,
কিংবা কোনো ব্রহ্মলোকে হওনি বিলীন?
কেন, কেন ক্ষুদ্রবল জীবিতেরে পাঠাও সংকেত?

(ক্ষণকাল পরে, যেন আত্মস্থ হ'য়ে)

সুভদ্রা, আকাশে রৌদ্র! চেয়ে দ্যাখো, অমল আশ্বাস নিয়ে
সূর্যদেব এইমাত্র আবির্ভূত। শান্ত হও।

সুভদ্রা

(বাতায়নে ঝুঁকে বাইরে তাকিয়ে)

সূর্য—ও কি সূর্য—আকাশের ধূম্রজাল ঠেলে
দেখা দেয়, যেন মধ্যদিনে
স্থির?
স্থির—যেন এই দিন অনন্তকালেও
ফুরাবে না,
সাজাবে না সন্ধ্যাকে হিরণবর্ণে, মিলাবে না মধুর তন্দ্রায়।

(ক্ষণকাল পরে)

কিন্তু না—এ নয় রৌদ্র। প্রতিভাস, দৃষ্টিভ্রান্তি,
শূন্যসার, নিষ্প্রাণ, নিস্তাপ।
—এত রৌদ্র, তবু কেন শীত?
কেন শীত, কেন স্থির, কেন বিশ্বে পড়ে না নিশ্বাস?

সত্যভামা

যিনি গতি, যিনি জ্যোতি, যিনি প্রাণ, প্রাণের স্পন্দন,
মনে হয় এ-প্রতীক্ষা তাঁরই জন্য।

সুভদ্রা

মনে হয় অপেক্ষায় কেটে গেলো যুগ-যুগান্তর।
কখন সন্ধ্যা হবে, কখন শান্তি পাবো—
কখন সন্ধ্যা হবে, সত্যভামা—কখন? কখন?

[ক্ষণকাল স্তব্ধতা।]

সত্যভামা

সুভদ্রা, মাভৈ।
ঐ তিনি আসছেন।
মুখশ্রী উদ্বেগহীন,
ধীর, শান্ত পদক্ষেপ—
সুন্দর চিরকিশোর, নির্মেদ, শ্যামল,
বসন্তের হরিৎ ভূর্জের মতো কান্তিমান:
তুমি যাঁর ভগ্নী, আর আমি যাঁর মানিনী বনিতা।

[কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন। তাঁর চলার ছাঁদ ক্লান্ত, মুখ ভাবলেশহীন, তাঁর দৃষ্টি যেন কোনো অনির্ণেয় দূরে নিবদ্ধ। তাঁর বাচনভঙ্গি উদাস ও অনাসক্ত, কণ্ঠস্বর আবেগহীন।]

সুভদ্রা

প্রণাম, অর্জুনসখা।

সত্যভামা

বার্ষ্ণেয়, প্রণাম। দেব, তুমি
কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

কৃষ্ণ

আমি
কিছুক্ষণ নেপথ্যে ছিলাম, যাতে উপস্থিত নট ও নটীরা
পা ফ্যালে নির্দিষ্ট তালে, অসংশয়ে, অনিবার্যভাবে।
যাতে অকস্মাৎ
অন্য কেউ যবনিকা টেনে দিয়ে নষ্ট ক'রে না দেয় নাটক।

সত্যভামা

তুমি কি অন্যত্র ছিলে? এইমাত্র এলে দ্বারকায়?

কৃষ্ণ

এইমাত্র? · · · না কি
বহু পূর্বে, কোনো পূর্বজন্মে, স্মরণের দিগন্তরেখায়
আমি যদুবংশের সন্তান হ'য়ে কাটিয়েছিলাম
দ্বারকায় কয়েকটি দণ্ড, পল?

সত্যভামা

পরিহাসপ্রিয় তুমি, জনার্দন।

সুভদ্রা

আর যিনি হাস্যে-পরিহাসে
কৃষ্ণের আদৃত সঙ্গী—

কৃষ্ণ

তিনি আসছেন।
তাঁর কাছে দূত গেছে বার্তা নিয়ে : 'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো
ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মূষিকেরা তাও আর রাখলো না বাকি।'
ইতিমধ্যে
আমি শেষ করেছি আমার কর্ম, এর পরে অর্জুনের অধিকার।

সত্যভামা

তুমি শেষ করেছো তোমার কর্ম?
বলো তবে, বলো, কৃষ্ণ, তোমার দর্শনমাত্রে জনগণ
কেমন আস্থা ও প্রীতি ফিরে পেলো, আর
স্খলিত যাদববৃন্দ
প্রত্যাগত হলেন স্বভাবে?

কৃষ্ণ

প্রত্যাগত — অথবা আবর্তমান।
অন্তত অধীন, অন্তত আপৎমুক্ত, পার্থিবের অনাক্রমণীয়।
উপরন্তু, মুক্তঋণ।

সত্যভামা

ছাড়ো ব্যাসকূট, বলো সরল ভাষায়।

শোনো : কৃতবর্মা ও সাত্যকি
মদিরার উত্তুঙ্গ চূড়ায়
কালদষ্ট, হৃতদৃষ্টি, বিলুপ্তসংবিৎ
পরস্পরে হত্যা করেছেন।

সত্যভামা

(রুদ্ধস্বরে)

হত্যা?

সুভদ্রা

(রুদ্ধস্বরে)

হত্যা!

কৃষ্ণ

এ নয় নূতন কিছু, নয় আকস্মিক।
শৃঙ্খলিত ঘটনাপর্যায়ে
বিধিবদ্ধ, নিশ্চিত-অন্তিম মাত্র।
সত্যভামা,
তোমার পিতার হত্যা মনে নেই?
মনে নেই সাত্যকির নৃশংসতা
সে যখন ছিন্নবাহু ধ্যানমগ্ন ভূরিশ্রবার
শিরশ্ছেদ করেছিলো, একবার পলক না-ফেলে?
সুভদ্রা কি ভুলে গেছো, কৃতবর্মা কত কীর্তিমান?
ভুলে গেছো সপ্তরথী, চক্রব্যূহ?
ভুলে গেছো পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রে
কারা হত্যা করেছিলো নিশাকালে, নিদ্রার সুযোগে?

সুভদ্রা

ক্ষান্ত হও, বাসুদেব! ক্ষান্ত করো অর্থহীন বীভৎস কীর্তন।

সত্যভামা

আর নয় যন্ত্রণার পুনর্জন্ম—বিস্মরণ, চাই বিস্মরণ!

সুভদ্রা

মৃতদের জন্য থাক দীর্ঘশ্বাস—ব্যক্তিগত, গোপন বেদনা।

সত্যভামা

কিন্তু জীবিতের জন্য সাধারণ মঙ্গলকামনা।

সুভদ্রা

কে আছে এমন দুঃখী, যে নয় অন্তরতলে জীবনভিক্ষুক?

সত্যভামা

অশ্রুময় মর্ত্যলোক, তবু জীব নিরন্তর আশায় উৎসুক।

সুভদ্রা

যুদ্ধ নয়, হিংসা নয়—আনো প্রীতিসম্মেলন, গার্হস্থ্য কল্যাণ।

সত্যভামা

বলো, ধন্য সেই বীর, যিনি পরিণামে তাঁর পত্নীর শয্যায় ফিরে যান।

সুভদ্রা

বলো, ধন্য ধরাধামে হীনজন্মা কারুশিল্পী, অস্ত্রহীন গায়ক, নর্তক।

সুভদ্রা

আর তিনি শ্রেষ্ঠ বীর, যিনি বাক্যে, আচরণে শান্তির সাধক।

সুভদ্রা

যেহেতু আমরা নারী, জীবনের অন্তঃপুর, জন্মের দুয়ার—

সত্যভামা

তাই করি নিবেদন : জীবিতেরা সুখী হোক, শান্তি হোক মৃতের আত্মার।

সুভদ্রা

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হ'লে
বিধবার আর্তনাদ, মাতার ক্রন্দন,
ভীষ্মের অনুশাসন, মৈত্রীর স্বাক্ষর :
তারপর অশ্বমেধ, বানপ্রস্থে গেলেন বৃদ্ধেরা,
কেটে গেলো ছত্রিশ বৎসর।
তবুও কি স্থিতি নেই—ক্ষমা নেই?
তবু—প্রতিহিংসা?

কৃষ্ণ

প্রতিহিংসা নয়—প্রতিদান।
যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ অসমাপ্ত।

কালসন্ধ্যা

দু-একটি প্রশ্ন ছিলো শূন্যে ঝুলে,
সর্বদাই থাকে।
আজ কুরুক্ষেত্রের উত্তর এলো—
অনুবৃত্তি, উপসংহার।
সাত্যকি ও কৃতবর্মা
সকলের সব প্রাপ্য শোধ ক'রে নির্ভার হলেন।

সত্যভামা

না! আমি বুঝি না! বুঝি না!
হত্যা থেকে প্রতিহত্যা যদি
অবিরাম হয় উৎসারিত,
যদি হিংসা না থামে কোথাও,
যদি কারো হৃদয়ে না জাগে দয়া, কোনো হন্তা না পায় মার্জনা,
যদি যুগ-যুগান্তর ধ'রে
শুধু চলে ভ্রাতৃবধ বংশে-বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে
তবে শেষ পর্যন্ত কি মনুবংশ
সেইমতো অবক্ষয়ে বিলুপ্ত হবে না
যেমন মণ্ডলাকার মহাসর্প, যে নিজেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়?

কৃষ্ণ

সত্যভামা,
আমি সৃষ্টি করিনি এ-বিশ্বলোক, তুমিও করোনি।
আমি শুধু দু-একটি কথা জানি, যা তুমি জানো না।
প্রথমত, দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব;
যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন—
সব দ্বন্দ্ব :
পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে, বংশে-বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে।

কালসন্ধ্যা

এবং ফলত—
ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ, সবই স্বাভাবিক।

সত্যভামা

(আর্ত স্বরে)

সবই স্বাভাবিক!

সুভদ্রা

(ব্যঙ্গের সুরে)

এ নয় সময়োচিত, বাসুদেব,
এই ভান, কাপট্য, কৌতুক—
যখন তোমার দুই জ্ঞাতিজন
পরস্পরের হাতে এইমাত্র পঞ্চত্বে বিলীন।

সত্যভামা

(কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে)

কৃষ্ণ, আমি জেনেছি তুমিই বিষ্ণু,
নিয়ামক, বিধায়ক, অক্ষর, ঈশ্বর।
তা-ই যদি, তবে কেন যুদ্ধ হ'তে দিয়েছিলে?
কেন থামালে না
ধার্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবের আত্মরক্তপাত?
কেন শুধু নিশ্চেষ্ট দর্শক ছিলে
যাদবের আত্মীয়নিধনে?

সুভদ্রা

সত্য বলো! সত্য বলো!

কৃষ্ণ

নিশ্চেষ্ট? ··· না তো।
সব কথা এখনো শোনোনি।
যে-মুহূর্তে সাত্যকি হঠাৎ রোষে বুদ্ধিভ্রষ্ট
অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন,
সেই ক্ষণ থেকে এক অনল বিস্তীর্ণ হ'লো
সর্বভুক উৎসাহে রক্তিম,
জন থেকে জনান্তরে, তৃণ থেকে তৃণান্তরে যেন।
বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকেরা আরম্ভ ক'রে দিলেন
নির্বিচারে পরস্পরে অস্ত্রাঘাত।
প্রদ্যুম্ন, রুক্মিণীপুত্র, অচিরাৎ ধুলায় লুটালো।
হত শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ
ইত্যাদি জ্ঞাতিরা—দ্রুত—পরস্পর কিংবা যুগপৎ—
যেন ঝরে শুকনো পাতা অবিরল চৈত্রের বাতাসে,
অথবা ঝঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম।
পিতা করে পুত্রের মস্তক চূর্ণ, পুত্র মাখে পিতার শোণিত অঙ্গে,
কেউ হানে নিজের কণ্ঠেই খড়্গ।
আমি সেই দৃশ্য দেখে
মাটি থেকে এক মুষ্টি এরকা নিলাম তুলে;
স্পর্শমাত্রে প্রতি তৃণ পরিণত হ'লো
বজ্রতুল্য কঠিন মুষলে:
হ'লো তারা ধাবমান অবিরাম আপন আবেগে।
তুলি তৃণ—যাদবেরা প'ড়ে যায়
কৃষকের উৎকলিত ধানের গুচ্ছের মতো,
অথবা ব্যাধের
বাণবিদ্ধ যেন হংসশ্রেণী।

ফলত, কিঞ্চিৎমাত্র পরিশ্রমে
শেষ ক'রে দিলাম আমার
অবশিষ্ট যা দায়িত্ব ছিলো।

সত্যভামা

(কান্নার স্বরে)

কী বললে?
তুমি — কৃষ্ণ — পদ্মপাণি — তুমিও কি আজ
নিজ হাতে জ্ঞাতিহন্তা, স্বরক্তপাতক?

সুভদ্রা

না! না! সত্য নয় — বলো, সত্য নয়!

কৃষ্ণ

ভীষ্ম, কর্ণ, ভীম ও অর্জুন,
এমনকি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির —
তাঁরা যা করেছিলেন কুরুক্ষেত্রে, দীর্ঘ দিন ধ'রে,
আমি তা-ই মুহূর্তে করেছি সমাপন।

সুভদ্রা

কেউ নেই অবশিষ্ট?

কৃষ্ণ

কেউ নেই।
শাখা, মূল, কাণ্ড নিয়ে যদুবংশ উৎসন্ন, নিঃশেষ
পিতা বৃদ্ধ বসুদেব শোকে মৃতপ্রায়।
সত্য হ'লো গান্ধারীর অভিশাপ।

সত্যভামা ও সুভদ্রা

(রোদন ক'রে)

হায় হায়! হায় হায়! হায় হায়!

কৃষ্ণ

মহিলারা, বিলাপ কোরো না।
এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট, অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোষ্ট্রাহত জলের কম্পন শুধু।
জেনো, যাঁরা ছিলেন বিশ্রুত বীর, তাঁরা অনাবশ্যক এখন,
তাই প্রত্যাহৃত।
জেনো, এই ধ্বংস—এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এলো বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।
—সত্যভামা, সুভদ্রা, বিদায়।

সত্যভামা

প্রভু, তুমি কোথায় চলেছো?

কৃষ্ণ

চলেছি যে-পথে ধায় সর্বজন।
—আপাতত পার্থের সন্ধানে। তিনি তাঁর
সাধ্যমতো তোমাদের আশ্রয় দেবেন।

[কৃষ্ণ অলক্ষিতে নিষ্ক্রান্ত।]

সুভদ্রা

কৃষ্ণ কি চ'লে গেলেন?
মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়ে
কৃষ্ণ কি চ'লে গেলেন?
পার্থ, এসো — এসো — আর বিলম্ব কোরো না

সত্যভামা

কৃষ্ণ, তুমি কোথায়, কোথায়?
হা-য়! হা-য়! হা-য়!

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দ্বারকার রাজপথ। পিছনে রাজপুরীর সিংহদ্বারের আভাস। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। তাঁকে প্রথম অঙ্কের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। অর্জুন প্রবেশ করলেন। তাঁর কাঁধে গাণ্ডীব, পিঠে তূণ, মুখে পথশ্রম ও প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন। চলার ভঙ্গি চেষ্টাকৃতভাবে বীরোচিত।]

অর্জুন

(কৃষ্ণের সামনে থেমে)

আপনি কি জানেন, কৃষ্ণ এ-মুহূর্তে কোথায় আছেন?

কৃষ্ণ

এই যে, অর্জুন। এসো।

অর্জুন

কী আশ্চর্য, তোমাকে হঠাৎ—

কৃষ্ণ

কী আশ্চর্য, চিনতে পারোনি?

অর্জুন

হঠাৎ তোমাকে মনে হ'লো—

[অর্জুন কাশলেন, কথা শেষ করলেন না।]

কৃষ্ণ

কিছুটা বয়স্ক, বৃদ্ধ? তোমাকেও তা-ই দেখছি।

কী জানো, আমার চক্ষু তত তীক্ষ্ণ নেই আর।
সেদিন কান্তিক বনে লক্ষ্য করেছিলুম ভল্লুক,
পরে দেখি, চিত্রিত হরিণ।

[অর্জুন হাসতে গিয়ে থেমে গেলেন।]

তোমার কি মনে হয় আমি

(নিজের বাহু ও উদরের দিকে তাকিয়ে)

ঈষৎ স্থূলাঙ্গ হ'য়ে পড়েছি সম্প্রতি?

(চুলে আঙুল চালিয়ে)

কেশগুচ্ছ ঘনকৃষ্ণ নেই আর? . . . বিদায় তাহ'লে, প্রেম!
বিদায়, নূতন দেশে আশাতীত নারীর আহ্বান!
কিন্তু না—এখনো এই বাহুতে বিজয়লিপ্সা,
শোণিতে যৌবনতাপ—

(হঠাৎ থেমে)

হয়েছে কী,
বহুকাল যুদ্ধ নেই, নেই মর্ত্যে বা স্বর্গে ভ্রমণ,
পরিত্রাণ চায় না আমার হাতে কোনো শত্রুবেষ্টিত নগরী,
কিংবা কোনো নির্জিতা রমণীরত্ন।
অশ্বমেধে অশ্বরক্ষা, পুত্র বভ্রুবাহনের হাতে
ক্ষণিক মৃত্যুর পরমুহূর্তেই প্রাণপ্রাপ্তি—
সব ছিলো অত্যন্ত সহজ, চেষ্টাহীন।
ইদানীং সব চলে মৃদু ছন্দে, সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে যায়,
নিশ্চিন্তে কৃষক করে কৃষিকর্ম, বেদমন্ত্র জপেন মুনিরা,
অর্থাৎ দিন ও রাত্রি নিতান্তই অভ্যস্ত, দৈনিক।
অবিরাম নিরাপত্তা ও বিশ্রামে, আমি
কিঞ্চিৎ হয়েছি ক্লান্ত।

[অর্জুন থামলেন, কৃষ্ণ কথা বললেন না।]

তা, তুমি কেমন আছো, বলো।
কেন বার্তা ত্বরিতে পাঠিয়েছিলে? আছেন তো কুশলে ক্ষত্রিয়বর্গ,
বসুদেব, বলরাম, মহিলারা?

[কৃষ্ণ নীরব।]

'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো,
ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মূষিকেরা তাও আর রাখলো না বাকি।'
—এর অর্থ? আমি, দ্যাখো, সরল মনের যোদ্ধা, উদ্ভটশ্লোকের
নই ভাষ্যকার।

[কৃষ্ণ নীরব।]

কী অদ্ভুত নিঃসাড় দ্বারকাধাম।
রাজপথ জনহীন, সব গৃহে রুদ্ধ বাতায়ন।
যে আজ অতিথি, তার কোনো শ্রদ্ধা প্রাপ্য নেই যেন।
কী ব্যাপার?

[কৃষ্ণ নীরব।]

আমি ভেবেছিলাম, অন্তত
সাত্যকি আসবেন
নগরের বহির্দ্বারে, আমাকে জানাতে অভ্যর্থনা।
তিনি কি ভুলে গেলেন, আমারই অধীনে তাঁর অস্ত্রশিক্ষা?
আশ্চর্য—তোরণ, মাল্য, শঙ্খনাদ কিছু নেই
কুরুক্ষেত্রে বিজয়ী পার্থের জন্য!

[কৃষ্ণ নীরব।]

জানো, আমি দ্বারকার সীমান্তে শুনেছিলাম

(মৃদু হেসে)

মূঢ়, গ্রাম্য লোকেদের মুখে, এক
হাস্যকর, উৎকট রটনা।

[অর্জুনের পরবর্তী উক্তিতে আশঙ্কার সুর লাগলো।]

কৃষ্ণ, কেন কথা নেই, কেন স্তব্ধ? কেন স্তব্ধ এ-মহানগর?

(ক্ষণকাল পরে, যেন কোনো শব্দের দিকে কান পেতে)

ঐ শব্দ—কিসের? যেন অসংখ্য দুঃখীর
সম্মিলিত হতাশার দীর্ঘশ্বাস।
তা-ই?
না কি এক দূরশ্রুত বন্যার কল্লোল,
তরঙ্গের অবৈধ উচ্ছ্বাস?
—সমুদ্র?
সমুদ্র অদূরে জানি, সন্নিকট নয় কিন্তু।
আগে যতবার
এসেছি দ্বারকাপুরে, এই শব্দ কখনো শুনিনি।
সব আজ মনে হয় অন্যরূপ, অস্বাভাবিক।

কৃষ্ণ

(অতি শান্ত স্বরে)

শোনো, পার্থ:
জনরব সর্বদাই মিথ্যা নয়।
পথে-পথে যে-রটনা শুনে এলে—
সব সত্য।

অর্জুন

(চকিত স্বরে)

—সত্য!

কৃষ্ণ

পরস্পর উন্মাদ হননে
যদুবংশ লুপ্ত আজ; বসুদেব শোকে, আর বলরাম
যোগাসনে প্রাণত্যাগ করেছেন।
অভ্রান্ত গান্ধারী!

অর্জুন

(চীৎকার ক'রে)

না — অসম্ভব!

কৃষ্ণ

শোক অবলার বৃত্তি। আর তুমি,
অর্জুন, তুমি তো বীর। ধৈর্য ধরো।
তাছাড়া, কেন বা শোক? কার জন্য?
কে কাকে সংহার করে?
জন্ম থেকে সকলেই মৃত, চিরকাল সকলেই মৃত,
জীবিত ও মৃতে কোনো ভেদ নেই।

অর্জুন

জীবিত ও মৃতে কোনো ভেদ নেই?
কী-অদ্ভুত কথা!
তবে কেন নিশ্চিহ্ন যাদবগোষ্ঠী,
আর তুমি, আমি
দৃশ্য, শ্রাব্য, স্পর্শনীয়
এ-মুহূর্তে, এই দ্বারকায়?

কৃষ্ণ

তা সত্যি। তুমি ও আমি
দৃশ্য, শ্রাব্য, স্পর্শনীয়
এ-মুহূর্তে, এই দ্বারকায়।
কিন্তু, দ্যাখো, এ-মুহূর্ত এইমাত্র
অন্য এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো,
অন্য এক মুহূর্তে আবার।
সঙ্গে নেয় তোমাকে আমাকে টেনে,
নেয় টেনে দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ,
বৃক্ষ, জন্তু, নক্ষত্র, নিখিলবিশ্ব।
ধরো, যদি দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়,
লুপ্ত হয় আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য,
যদি ঘটে প্রলয়, তবুও—
কিছু থাকে—কী থাকে? ভাবো।
যদি ভাবো, যদি ভেবে দ্যাখো,
কিংবা যদি কখনো নিজেরই মধ্যে ডুবে যাও, গভীর, গভীরতর,
হয়তো বা অগত্যা উত্তর পাবে:
যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,
যা নেই, তা কখনো ছিলো না।

কালসন্ধ্যা

(ক্ষণকাল পরে)

অর্জুন, আমি কি
তোমাকে বলেছিলাম এই কথা, কিংবা এর অনুরূপ কথা,
কখনো — অতীতে?

অর্জুন

(চিন্তান্বিতভাবে)

এই কথা? . . . অনুরূপ কথা? . . . , আমাকে?

কৃষ্ণ

ভুলে গেছো? আমিও . . . জানি না ঠিক।
মনে পড়ে, অথচ পড়ে না।
কখনো বা মনে হয়, কোনো-এক অস্পষ্ট অতীতে
কোনো-এক সংশয়ে ব্যাকুল,
তুমি, পার্থ, কিছু প্রশ্ন করেছিলে আমাকে, হঠাৎ
কর্তব্যপরায়ণতা ভুলে গিয়ে, ঘটনার ঘূর্ণন থামিয়ে।
আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম। কিন্তু —
আমি যা বলেছিলাম, তুমি তা বোঝোনি।
আমি যা বলেছিলাম, আমিও বুঝিনি।
তবু — সেই অনুভূতি! — যেন এক সত্তা আছে,
অন্য কিছু নেই, আছে একমাত্র সেই সত্তা —
পায় না বৃদ্ধি বা ক্ষয়; জন্মে না, মরে না;
একবার অস্তিত্ব সম্ভব হ'লে কোনোকালে ঘটে না বিলয়;
যার মুখগহ্বরে অনন্তকাল ধ'রে
যুগপৎ উপস্থিত বর্তমান, অতীত ও ভাবীকাল,

জড়, প্রাণ, জীবিত, মৃতেরা।
আর সেই সত্তা যেন—

(মৃদু হেসে)

আমি!
তুমি সেই মুহূর্তের সাক্ষী ছিলে, দ্রষ্টা ছিলে।
তারপর গাণ্ডীবে টংকার তুলে তুমি পুনর্বার
মুক্ত ক'রে দিলে গতি, আবর্তন, পুনরাবর্তন।
—কিছু মনে পড়ে না, অর্জুন?

অর্জুন

কৃষ্ণ, আমি বুঝি না কেমনে
তুমি পারো ছড়াতে তত্ত্বের ধোঁয়া এ-মুহূর্তে,
যেন এই ভীষণ ঘটনা
কোনো পুরাকালীন কাহিনীমাত্র, পল্লবিত লোকপরম্পর,
কিংবা কোনো অলস কবির স্বপ্ন
কীটদষ্ট ভূর্জপত্রে আঁকা।

কৃষ্ণ

অর্জুন, তুমি ও আমি—
আর যারা আমাদের সঙ্গে ছিলো, শত্রু বা সুহৃদ,
ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দ্রোণ, দুর্যোধন,
ভীষ্ম, ভীম, যুধিষ্ঠির, শকুনি, বিদুর,
গান্ধারী, দ্রৌপদী, কুন্তী:
আমরাও ধূসর কাহিনীমাত্র

বিশ্বের বাতাসে ভাসমান,
আর তাই অশেষ, আবহমান।

অর্জুন

কৃষ্ণ, ক্ষমা করো।
যাদবের পরিণাম শুনে
আমি পরিতপ্ত, অস্থির, বেপথুমান।
গাত্র যেন ঘর্মাক্ত, ত্বকে জালা।
অথচ, আশ্চর্য—তুমি নির্বিকার!

কৃষ্ণ

(ক্ষণকাল স্তব্ধতার পরে)

বহুকাল নিরাপত্তা ও বিশ্রামে তুমি
সম্প্রতি হয়েছো ক্লান্ত। নাও তবে
আরো এক দুঃসাধ্য কর্মের ভার। আরো একবার
বীর্যের পরীক্ষা দাও।

অর্জুন

আজ্ঞা করো।

[প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে নারীদের আর্তস্বর ভেসে এলো।]

সমবেত নারীকণ্ঠ

পার্থ. আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!
পার্থ. আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!

কৃষ্ণ

ঐ আজ্ঞা।
রাজকন্যা, রাজমাতা, রাজবধূ—
সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,
ষোড়শ সহস্র নারী,
শিশু, বৃদ্ধ, অসংখ্য সেবক,
আর স্বর্ণমাণিক্যের বিরাট ভাণ্ডার—
সব নিয়ে যাত্রা করো তুমি।
গন্তব্য—হস্তিনাপুর।
যুধিষ্ঠির দেখবেন এঁদের।
দেখবে জগৎবাসী, কেমন অপ্রতিরোধ্য
তোমার গাণ্ডীব, বাহুবল।

অর্জুন

(গাণ্ডীবের গুণে মৃদু শব্দ ক'রে)

বহু বৎসরের সঙ্গী, বলীয়ান, বিশ্বস্ত গাণ্ডীব,
হও তবে প্রস্তুত। উদ্যত হও, কিণাঙ্কিত বাহু।

কৃষ্ণ

ত্বরা করো। সন্ধ্যা নামে।

অর্জুন

সন্ধ্যা! এত দ্রুত কেন সন্ধ্যা?

কৃষ্ণ

আসন্ন সময়।

অর্জুন

আর এত অসুন্দর—যেন রুগ্ন, শান্তিহীন।

(আবার যেন কোনো শব্দের দিকে কান পেতে)

আর যেন সমুদ্র সীমাতিক্রান্ত, ধাবমান, ক্ষুধায় উদ্বেল।

কৃষ্ণ

যাত্রা করো, অর্জুন। আর বিলম্ব কোরো না।

অর্জুন

(ভিন্ন সুরে)

তুমি আসবে না সঙ্গে?

[কৃষ্ণ নীরব।]

বন্ধু, সখা, সারথি আমার,
তুমি আসবে না?

কৃষ্ণ

মনে হয় কয়েক মুহূর্ত শুধু,
কিংবা বহুকাল,
চিরকাল ধ'রে আমি
ছিলাম তোমার সঙ্গে—লক্ষ্য বা অলক্ষণীয়:
পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে, খাণ্ডবদাহনে,
কুরুক্ষেত্রে, স্বর্গে, মর্ত্যে, বনবাসে, সংহারে, বিজয়ে,

এমনকি পানে, স্নানে, ভোজনে, বিশ্রম্ভালাপে,
এমনকি বাসরশয্যায়।
মনে হয় তোমার জন্যই আমি
বলি দিয়েছিলাম কর্ণকে ; আর একলব্যের ঘাতক,
তাও আমি—দ্রোণ নন, অন্য কেউ নন।
গান্ধারী আবৃত চক্ষে দেখেছেন
মূল সত্য, আদি বীজ। তাঁকে নমস্কার।
কিন্তু আজ তোমার আমার পথ
ভিন্ন ; জনে-জনে মুক্তির সরণি ভিন্ন।
বন্ধু, আজ একা যাও, কর্ম করো ; মুক্ত হও কর্মজাল থেকে।

অর্জুন

(আবেগজড়িত স্বরে)

কৃষ্ণ, সখা, হৃষীকেশ, তুমি আসবে না ?

কৃষ্ণ

আমি আছি
অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। তুমি যাত্রা করো।
এই দেশ বাসযোগ্য নেই আর।

অর্জুন

কী-অদ্ভুত দিবালোক! অনিশ্চিত, বিকৃত সন্ধ্যার লগ্ন!
পিঙ্গল আভাস আর পাণ্ডুবর্ণ অমার মিশ্রণ।
আরম্ভ না অবসান? প্রদোষ না প্রত্যুষ—কে জানে।

(চারদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে)

কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ কোথায় লুকোলে?

[মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণকে দেখালো এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মতো।]

এই বৃদ্ধ—জরাজীর্ণ—লোলচর্ম—
এ কি তুমি?
তুমি কৃষ্ণ?

[কৃষ্ণ অন্তর্হিত। মুহূর্তের জন্য অর্জুনকে দেখালো এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মতো।]

কৃষ্ণের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি

এই বৃদ্ধ—জরাজীর্ণ—লোলচর্ম—
এ কি তুমি?
তুমি পার্থ?

সমবেত নারীকণ্ঠ

(নেপথ্যে)

পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!
পার্থ, আমরা আর্ত! ত্রাণ করো!

[কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার, তারপর মঞ্চ আবার আলোকিত। দ্বারকাপুরীর বহির্ভাগে একটি পথে ব্যাকুল বেগে কয়েকটি নারীর প্রবেশ। তারা প্রাসাদের পরিচারিকা। ধাবমান যানে আন্দোলিত হবার ভঙ্গিসহযোগে তারা কথা বলবে।]

প্রথম নারী

ত্বরা কর, ত্বরা কর, ত্বরা কর,
পশ্চাতে ধাবমান সিন্ধু।

দ্বিতীয় নারী

নিমেষে-নিমেষে আরো উগ্র, ভয়ংকর
ঐ শোন সিন্ধুর চীৎকার।

তৃতীয় নারী

অশ্বখুরধ্বনি, চক্রের ঘর্ঘর
প্রলয়ের কলরোলে ডুবে যায়।

চতুর্থ নারী

স্বচক্ষে আজ তবে এও হ'লো দেখতে–
সমুদ্র দ্বারকার রাক্ষস।

পঞ্চম নারী

ফেনময়, দন্তিল, কুৎসিত উল্লাসে
ছুটে আসে উত্তাল বন্যা।

প্রথম নারী

যত যাই, তত আসে নিষ্ঠুর এগিয়ে,
গিলে নেয় উজ্জ্বল নগরী।

দ্বিতীয় নারী

গিলে নেয় উদ্যান, প্রান্তর, লোকালয়,
মুহূর্তে ডোবে জীবজন্তু।

তৃতীয় নারী

কে জানতো আমাদের এও ছিলো ভাগ্যে—
সমুদ্র দ্বারকার যমালয়!

চতুর্থ নারী

সব যায়, ডুবে যায়, কুটির, অট্টালিকা,
প্রাসাদশিখর আর মন্দির।

পঞ্চম নারী

ক্রমশ আকাশ, জল হ'য়ে আসে নির্ভেদ,
তরঙ্গ যেন গিরিশৃঙ্গ।

প্রথম নারী

শুনছিস, তত আর নেই ভীমগর্জন,
ঐ বাঁকে স'রে যায় সিন্ধু।

দ্বিতীয় নারী

এখন শব্দ শোন অশ্বখুরধ্বনি,
কানে-কানে বাতাসের নিস্বন।

তৃতীয় নারী

আর দেখা যাচ্ছে না দুরন্ত জলরাশি,
পেরিয়েছি দ্বারকার প্রান্ত।

চতুর্থ নারী

এবার অন্য দেশ, আমরা বাস্তুহীন,
কে জানে কী রয়েছে ভবিষ্যৎ।

পঞ্চম নারী

কে জানতো আমাদের এও ছিলো ভাগ্যে—
অতলে লুপ্ত হ'লো দ্বারকা।

[মঞ্চ আবার অন্ধকার হ'য়ে পরমুহূর্তেই আলোকিত। এখন প্রভাত, একটি বনভূমির আভাস দেখা যাচ্ছে। অর্জুন প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছনে এলো ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুক বহন ক'রে অনুচরবর্গ।]

এই পঞ্চনদভূমি, সমৃদ্ধ, সুন্দর,
পরিপূর্ণ ধান্যে ও পশুতে।
এই বনে স্নিগ্ধ ছায়া, আছে নির্ঝরিণী।
এসো অনুচরবৃন্দ, যাদবের ভক্ত সেবকেরা,
ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম করি।
মুক্ত করো রথাশ্ব, দাও অন্ন ও সুস্বাদু জল
নারী, বৃদ্ধ, শিশুদের।
সর্বশেষ সর্বনাশ ঘ'টে গেছে, এর পর আর ভয় নেই।

[অতর্কিতে একদল দস্যুর আক্রমণ। অর্জুনের অনুচরবৃন্দের প্রতিরোধের চেষ্টা। নেপথ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।]

দস্যুদলপতি

(তলোয়ার ঘুরিয়ে)

হা রে রে রে রে রে,
তোদের যা আছে সব দে!

প্রথম অনুচর

আরে আরে আরে,
তোরা মরতে এলি কে!

দ্বিতীয় দস্যু

হাঃ হাঃ হাঃ!
আজ মারবো মস্ত দাঁ!

দ্বিতীয় অনুচর

না, না, না!
আর বাড়াসনে রে পা!

তৃতীয় দস্যু

যদি রুখতে চাস তবে আয় না!

তৃতীয় অনুচর

যদি বাঁচতে চাস তবে স'রে যা!

চতুর্থ দস্যু

যদি মরতে চাস আয় লড়বি!

চতুর্থ অনুচর

যদি যুঝতে চাস তবে মরবি!

দস্যুদলপতি

কেন রে যমের ভিটে মাড়াবি,
সাধ্য কী আমাদের তাড়াবি!

অর্জুন

(সরোষে)

কী, এত স্পর্ধা!
দুরাশয়, পাপাত্মা, পামর,
জানিস, আমি কে?
আমি পার্থ, সব্যসাচী, অজেয় অর্জুন।

[দস্যুরা অট্টহাসি ক'রে উঠলো।]

দস্যুদলপতি

হাঃ হাঃ হাঃ!
ইনি কী বলছেন, শোন!

দ্বিতীয় দস্যু

(ব্যঙ্গের সুরে)

ইনি আর কেউ নন, অর্জুন!
পার্থ, সব্যসাচী, অর্জুন!

অর্জুন

পাপিষ্ঠ, এই নে তবে তোর মৃত্যুবাণ!

[অর্জুন গাণ্ডীব হাতে নিলেন, কিন্তু শরযোজনা করতে গিয়ে তাঁর মুখে ফুটে উঠলো কষ্টের রেখা। ঢাল ও তলোয়ার হাতে দস্যুদলপতির আস্ফালন।]

দস্যুদলপতি

ভয় নেই ভাই সব, ভয় নেই!
চেয়ে দ্যাখ অফুরান কাঞ্চন,
কত রতিরঙ্গিণী কামিনী—
সব হবে আমাদের, আমাদের!

অর্জুন

কী হ'লো? গাণ্ডীব কেন এত গুরুভার?

[অর্জুন বহুকষ্টে শরক্ষেপ করলেন, শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো। অনুচরগণ বিস্মিত ও ভীত। সোল্লাসে হেসে উঠলো দস্যুরা।]

দস্যুরা

এই যে, এই যে, এই যে,
লুটছি লক্ষ হাতে কাঞ্চন,

নিচ্ছে অঙ্কে টেনে কামিনী,
সব আজ আমাদের, আমাদের!

অর্জুন

লক্ষ্যভ্রষ্ট!
লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্জুনের বাণ!

[অর্জুন আরো কয়েকবার শরনিক্ষেপের চেষ্টা করলেন, কিন্তু গাণ্ডীব উত্তোলন করাই তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠলো। তাঁর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি শর শিথিলভাবে খ'সে পড়লো, তারপর তূণে আর বাণ রইলো না।]

অর্জুন

(দীর্ঘশ্বাসের সুরে)

নিঃশেষ!
নিঃশেষ অক্ষয়তূণ।
নিঃশেষ অর্জুন।

প্রথম অনুচর

হায় পার্থ, তুমি ক্লান্ত, আজ রিক্ত।
লোটে বিত্ত মদমত্ত যত বর্বর।

দস্যুদলপতি

(সোল্লাসে)

আয় দৃপ্ত, হবি ইন্দ্র, পাবি স্বর্গ,
হান অস্ত্র, ভাঙ দর্প, কর লুণ্ঠন!

অর্জুন

ক্লান্তি—যেন তন্দ্রার আবেশ।
গতি নেই চরণে, স্তম্ভিত বাহু, হৃদয় নির্বাক।
নিদ্রাজয়ী—গুড়াকেশ—অর্জুন—কোথায়?

[অর্জুন অবসন্ন হ'য়ে ভূতলে শয়ন করলেন, তাঁর চক্ষু প্রায় নিমীলিত।]

প্রথম অনুচর

হায়, পার্থ   আজ ব্যর্থ
হায়, দস্যু   আজ দুর্বার!

দস্যুদলপতি

ভাই অর্জুন,   খোলো চক্ষু,
দ্যাখো দৃশ্য   অতি অদ্ভুত।

[দলপতির ইঙ্গিতে দস্যুরা কয়েকটি নারীকে বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে নেপথ্য থেকে নিয়ে এলো। মেয়েরা কেউ আর্তনাদ করছে, কারো কণ্ঠে বিলোল হাস্য।]

দস্যুদলপতি

ও বিধবা বৌ,
ওলো অমুক কুলের ঝি!
আয় আমাদের সঙ্গে, আবার
হবি এয়োস্ত্রী!

কয়েকটি নারী

(সমস্বরে)

ছী—ছি—ছি!
ওরা বলছে কী!

অন্য কয়েকটি নারী

[সমস্বরে]

হাঃ—হাঃ—হিঃ!
ওরা বলছে কী!

[মেয়েদের মধ্যে কেউ-কেউ পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করলে, অন্য কেউ-কেউ দস্যুদের দিকে কটাক্ষপাত করতে লাগলো। অর্জুনের অনুচরগণ বিমূঢ়ভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে।]

অর্জুন

(চোখ খুলে, অর্ধেক উঠে ব'সে)

কেন আর আসে না স্মরণে
সেই সব দিব্যাস্ত্র, আমার যাতে
অদ্বিতীয় ছিলো অধিকার?
শরজাল জ্যামুক্ত বিদ্যুৎ যেন,
অগ্নিগর্ভ অসি,
বজ্রতুল্য দণ্ড ও নারাচ,
পক্ষবান পাশ, প্রাস, পরশু, তোমর—
এদের আহ্বানমন্ত্র—

(ক্ষণকাল নীরব থেকে)

এদের আহ্বানমন্ত্র—
প্রতারক! বিশ্বাসঘাতক!
তোদের কি অর্জুনেরে মনে নেই?

[ইতিমধ্যে নারীরা দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। তাদের লোলুপ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে দস্যুরা।]

প্রথম নারী

আগুন জ্বাল, ঝাঁপিয়ে পড়ি এক্ষুনি।

দ্বিতীয় নারী

ঠমক ছাড়, এগিয়ে চল, লজ্জা কী?

তৃতীয় নারী

দস্যু, তোর অস্ত্র হেনে আমায় বাঁচা।

চতুর্থ নারী

তার চেয়ে বোন মিন্সেটাকে বাঁদর নাচা।

প্রথম নারী

হে ভগবান, রক্ষা করো, হে দয়াময়!

দ্বিতীয় নারী

যা বলিস না, ওরা তেমন কুশ্রীও নয়।

তৃতীয় নারী

বিষ এনে দে, গলায় ঢালি এক্ষুনি।

চতুর্থ নারী

ঠমক ছেড়ে হাত মেলা না! লজ্জা কী?

[দস্যুদল ও নারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও আন্দোলন। মেয়েরা কেউ-কেউ দস্যুদের গলা জড়িয়ে ধরলো, কেউ-কেউ চেঁচিয়ে উঠলো ভয় পেয়ে। কোনো-কোনো ভয়ার্ত নারীকে কোলে তুলে নিলো দস্যুরা, অন্য নারীরা এই দৃশ্য দেখে হেসে উঠলো।]

ভয়ার্ত নারীরা

এসো অর্জুন! দাও আশ্রয়! করো উদ্ধার!

অন্যান্য নারীরা

নেই অর্জুন! আর মিথ্যে কেন চীৎকার?

ভয়ার্ত নারীরা

বীর পার্থ! তুমি এখনো কেন নিশ্চল?

অন্যান্য নারীরা

কেন ভাবছিস? দ্যাখ, ওদেরও আছে বাহুবল।

ভয়ার্ত নারীরা

হায় ঈশ্বর, কেন বন্যায় ডুবে মরিনি ?

অন্যান্য নারীরা

রাখ কান্না, আজ দস্যুই তোর তরণী।

ভয়ার্ত নারীরা

হায়, কার পাপ, আর কে বা পায় তার শাস্তি!

অন্যান্য নারীরা

শেখ বাঁচতে! পাপ-পুণ্য সব নাস্তি।

[অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন, দস্যুদের দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দু-একবার পা ফেলেই, যেন এক বিশাল অবসাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে, আবার ব'সে পড়লেন মাটিতে।]

প্রথম অনুচর

পার্থ আজ ব্যর্থ,
দস্যুরা আজ দুর্বার।
ছিন্ন গিরিশৃঙ্গ ;
নিম্ন ওঠে ঊর্ধ্বে।
চঞ্চল এই সংসার ;
পরি- বর্তন সার সত্য।

দ্বিতীয় অনুচর

নেই ঊর্ধ্ব,
নেই নিম্ন,
শুধু বৃত্ত
ঘোরে অবিরাম।
নেই মধ্য,
নেই প্রান্ত,
শুধু নৃত্য
চলে অফুরান।
চঞ্চল এই সংসার;
পরি- বর্তন সার সত্য।

অর্জুন

(বিহ্বলভাবে)

দুঃস্বপ্ন ? —
এই দৃশ্য বাস্তব, না মতিভ্রম ?
কে ওরা, উদ্দাম হাতে কেড়ে নেয় গচ্ছিত সম্পদ,
করে নারীধর্ষণ, অপ্রতিহত,
আমারই দৃষ্টির তলে ?
কোনো-কোনো যাদবললনা
ধরা দেয় দুর্বৃত্তের আলিঙ্গনে — অনিচ্ছায় নয় —
আমারই দৃষ্টির তলে !
একদা কিরাতবেশী পশুপতিকেও
প্রসন্ন করেছিলাম দ্বন্দ্বযুদ্ধে।
— আমি ?
একদা পেয়েছিলাম স্বর্গলোকে

ইন্দ্র, যম, বরুণের সংবর্ধনা।
—এই আমি, অর্জুন?

[দস্যুদল ধনরত্ন ও নারীদের নিয়ে প্রস্থানের আয়োজনে ব্যস্ত হ'লো।]

দস্যুদলপতি

হাঃ হাঃ হাঃ!
তোদের ভয়টা কী বল না,
ওরে মূর্খ মেয়েমানুষ!

দ্বিতীয় দস্যু

বাঃ বাঃ বাঃ!
কেমন এলিয়ে দিলি গা,
ওরে দুষ্টু মেয়েমানুষ!

তৃতীয় দস্যু

হাঃ হাঃ হাঃ!
আমরা সোনায় রাখি পা।
আর অঙ্গে বাঁধি তোদের, ওলো
মিষ্টি মেয়েমানুষ!

চতুর্থ দস্যু

বাঃ বাঃ বাঃ!
আজ আমরাই রাজা!
তবু কেন কাঁদিস, ওরে
মূর্খ মেয়েমানুষ!

দস্যুদলপতি

বল আমরা পেলাম রাজত্ব!

অন্যান্য দস্যুরা

(সমস্বরে)

আমরা পেলাম রাজত্ব!

দস্যুদলপতি

রত্নমণি সোনার খনি সুন্দরীদের স্বত্ব!

অন্যান্য দস্যুরা

(সমস্বরে)

রত্নমণি সোনার খনি সুন্দরীদের স্বত্ব!
বাঃ বাঃ বাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ!

[ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুক ও নারীদের নিয়ে দস্যুদের প্রস্থান। অর্জুনের অনুচরগণ দুর্বলভাবে অনুসরণ করলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

অর্জুন

হা কৃষ্ণ, কোথায় তুমি?
তোমারও কি আর
আমাকে পড়ে না মনে?
দেখা দাও, জনার্দন, নারায়ণ, অচ্যুত, কেশব,
দেখা দাও, পুরুষোত্তম।
দ্যাখো, আমি অপহৃত, পরাস্ত, অক্ষম—
আমি—
তোমার আজন্ম সখা, ভক্ত ও সেবক।
বন্ধু, প্রভু, দেখা দাও আর-একবার।

[তরুণ, শ্যামল, সুন্দর কৃষ্ণকে মুহূর্তের জন্য দেখা গেলো।]

কৃষ্ণ

[তাঁর কণ্ঠস্বর মোহন, কিন্তু তা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো।]

পার্থ, শান্ত হও। পার্থ, শান্ত হও।

[অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন, কৃষ্ণের দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবারেও যেন এক অদৃশ্য বাধা ঠেলে এগোতে পারলেন না।]

অর্জুন

এসো, কৃষ্ণ।
কিন্তু অত দূর কেন তুমি?
অথবা আমারই চক্ষু দৃষ্টিহীন?
অথবা আমারই চিত্ত অন্ধকার?
চলো, বন্ধু, ছুটে যাই দুষ্ক্রিয়সংহারে।
রমণী ও রত্নের উদ্ধার ক'রে আমি পুনর্বার
হ'তে চাই জীবনের যোগ্য, আর বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকারী।
চলো, কৃষ্ণ, হও
আরূঢ় আমার রথে, তোলো শঙ্খনাদ,
আর আমি—আর আমি গাণ্ডীবে টংকার তুলে—

কৃষ্ণ

(যেন আরো অনেক দূর থেকে)

পার্থ, শান্ত হও। পার্থ, শান্ত হও।

[কৃষ্ণ অন্তর্হিত।]

অর্জুন

এ কী!
আমি একা—কৃষ্ণ নেই!
অন্তহীন মহাশূন্যে
আমি যেন মজ্জমান—শরীরসর্বস্ব, জড়!

শ্রুতি নেই শ্রবণে, দ্যাখে না চক্ষু, ত্বকে আর নেই স্পর্শবোধ,
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে না—
নির্বাপিত, নষ্টবল, নিঃশেষ অর্জুন,
ধিক তোকে, ধিক তোকে, ধিক শতবার!

অর্জুনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি

ধিক শতবার!

যবনিকা

উত্তরকথন

[মুহূর্তকাল পরেই যবনিকা আবার উঠলো। ব্যাসদেবকে দেখা গেলো তাঁর আশ্রমে, ভূর্জপত্র ও লেখনী নিয়ে গ্রন্থরচনায় রত। ব্যাসদেব ঘোর কৃষ্ণকায় ও কুদর্শন, তাঁর কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর, ঈষৎ কর্কশ। তাঁকে দেখে যুবা, বৃদ্ধ কিছুই মনে হয় না; তিনি যেন বয়সের অতীত, শিলাখণ্ডের মতো স্থির ও অবিচল। ধীরে, শান্তভাবে মাঝে-মাঝে বিরতি দিয়ে তিনি কথা বলবেন। শ্লথ চরণে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের প্রবেশ।]

অর্জুন

(প্রবেশ ক'রে)

পিতামহ, ব্যাসদেব,
আমার প্রণাম নিন।
আমি পার্থ, স্বনামের অযোগ্য যদিও আজ,
অকৃতার্থ, ক্ষমাভিক্ষু।

ব্যাসদেব

বৎস, কেন এই পরিতাপ?

অর্জুন

(নিশ্বাস ফেলে)

ভাষা নেই, পিতামহ, কণ্ঠ নেই করি উচ্চারণ!
আমি আজ ঈর্ষা করি কর্ণ, দুর্যোধনে
মৃত্তিকায় বুক চেপে যাঁরা
নিঃসৃত রক্তের বেগে পুণ্যধামে চ'লে গিয়েছেন।
তাঁরা বীর, সার্থক ক্ষত্রিয়।
আর আমি, অর্জুন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী,
চিরকাল জয়ে নিঃসংশয়,
অবশেষে জীবন্মৃত—জীবন্মৃত!
কেন এই অক্ষমতা, যার তুলনায়
মৃত্যু ছিলো শত গুণে বরণীয়?
উর্বশীর অভিশাপ শতগুণে ছিলো বরণীয়?
কেন তবে তিন মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়েছিলাম?
কেন—শুধু সংবৎসরব্যাপী নয়—
আমরণ, অচিকিৎস্য ক্লীবত্ব করিনি লাভ?
সে কে—যে ছিলো না গার্হস্থ্যে বাঁধা, দিনে-দিনে
সংসারে মলিনতর ও ক্ষয়িষ্ণু?
যে ছিলো স্বাধীন, বিচিত্রগতি, ভ্রাম্যমাণ,
বনবাসী, ব্রহ্মচারী, তীর্থপর্যটক,
শত্রুর সংহারকর্তা, নারীর প্রেমিক?
যাকে সারাজীবন জেনেছি আমি 'আমি' ব'লে
সে কি তবে পরিত্যাজ্য নিঃসার নির্মোক,

অথবা পুত্তলিমাত্র—চালিত, অজ্ঞান,
স্বেচ্ছাচারী দেবতার হাতের পুত্তলি?

ব্যাসদেব

থামো।
বাহুল্য তোমার উক্তি।
সব আমি জেনেছি অগ্রিম।

[পুঁথি বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।]

প্রপৌত্র, প্রপিতামহ, সকলের সমানবয়সী,
আমি সব জেনেছি, করেছি সহ্য :
পুরুষ ও নারীর প্রণয়,
পুরুষ ও নারীর বিদ্বেষ,
সৌহার্দ্য, অসূয়া, দয়া, আত্মগ্লানি।
পার্থ, তুমি দূষ্য নও, শ্লাঘ্য নও।
তুমি জয় করোনি অলোকজাতা
দ্রৌপদীকে, কুরুক্ষেত্রে সংহার করোনি শত্রু।
সব দেবতার দান। তুমি পেয়েছিলে
প্রচুর, অপরিমাণ, মানবের প্রাপ্যের অধিক।
তার মূল্য দিতে হবে।
খাণ্ডবদাহনকালে অগ্নি ও অর্ণব
স্বভাববৈরিতা ভুলে সমবায়ী,
তোমাকে দিয়েছিলেন গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ।
তোমার দিব্যাস্ত্রপুঞ্জ পশুপতি শিবের প্রসাদ,
কিংবা যম, ইন্দ্র, আর বরুণের স্নেহচিহ্ন।
সব দেবতার দান—কিন্তু কে দেবতা?
তাঁর বহু নাম, বহু রূপ।

আপাতত কৃষ্ণের প্রচ্ছদে
ছিলেন তোমার সঙ্গী, সহকর্মী, নির্দেশক।
তোমার রথাগ্রে তিনি শত্রুকুল দগ্ধ করেছেন,
তুমি শুধু নিক্ষেপ করেছো শর
যারা হত, তাদেরই উদ্দেশে।
তুমি নও ধনঞ্জয়, জিষ্ণু, পরন্তপ—
সব তিনি।
কিছু নেই, যা তাঁর অজ্ঞাত ছিলো,
কিছু নেই, যা তাঁর অসাধ্য ছিলো।
তবু সৃষ্টি যেহেতু সীমায় বন্ধ, এবং স্রষ্টাও
স্বরচিত নিয়মের বশবর্তী,
তাই তিনি বিনা প্রতিবাদে
সব হ'তে দিয়েছেন যথাকালে, যথোচিতভাবে।
কিন্তু আর প্রয়োজন নেই—
আপাতত—তাঁর, বা তোমার।
তাই তিনি, তোমাকে বিদায় দিয়ে
দ্বারকার আরণ্যক বৃক্ষতলে যখন শয়ান
দূর থেকে তাঁকে বন্য পশু ভেবে, এক ব্যাধ
বাণ ছুঁড়ে দিলো। তিনি তা মেনে নিলেন।
এইভাবে তাঁর মৃত্যু।

[অর্জুন চকিত হ'য়ে একবার মুখ তুলে তাকালেন।]

যদি একে মৃত্যু বলো।
অতএব, অর্জুন, তুমিও আজ সমাপ্ত, নিঃশেষ—
যদি কোনো সমাপ্তি কোথাও থাকে।
তাই—আপাতত—

দস্যুরাই হ'লো জয়ী। অঙ্গনারা
কেউ নিগৃহীত, আর কেউ বা স্বেচ্ছায়
হলেন তাঁদের ভোগ্যা। কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য
তোমার মানসপটে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।
কিন্তু এতে তুমি কেন হতাশ্বাস?
এ-ই কি যথেষ্ট নয়, তুমি আজ অন্যদের স্মৃতি,
ভূর্জপত্রে অবিরল নবজাত,
ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ অতীত—এক চিরবর্তমান?
তুমি, পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো
অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ।
শেখো :
অনাচার, সদাচার, ধর্মাধর্ম, সব আপাতিক।
যা-কিছু সময়োচিত, তা-ই যথাযথ।
শেখো :
অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,
সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।
শেখো :
কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য-ঘাতকের স্থান-বিনিময়।
যাও, বৎস, শান্ত মনে স্বীয় পথে; গর্বিত গাণ্ডীব, তূণ
দাও তাঁকে ফিরিয়ে, যিনি দিয়েছিলেন। আর অস্ত্র
ধারণ কোরো না।
ভুলে যাও বীরত্ব, যুদ্ধ ও জয়। এ-মুহূর্তে
আছেন হৃতাবশিষ্ট মহিলারা—
সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,

বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশুগণ।
তাঁদের স্থাপন করো অভিপ্রেত রাজ্যে বা আশ্রমে।
হোন পরীক্ষিৎ রাজা হস্তিনায়।
তারপর পঞ্চভ্রাতা তোমরা বেরিয়ে পড়ো
পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রস্থান সুন্দর হোক তোমাদের।
জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হ'লো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে—
হয়তো বা আরব্ধ এখনই।
যাত্রা করো, বিদায়।

অর্জুন

পিতামহ, বিদায়।

[অর্জুন শ্লথ চরণে বেরিয়ে গেলেন।]

ব্যাসদেব

(অর্জুনের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে)

এই সব কুশীলব—ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।

[ব্যাসদেব আবার আসীন হ'য়ে পুঁথিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, লেখনী তুলে নিলেন। মঞ্চে আলো ম্লান হ'য়ে এলো। রচনায় নিবিষ্ট ব্যাসদেবকে কিছুক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা—কোনো শিলাখণ্ডের মতো অস্পষ্ট ও স্থির। ধীরে যবনিকা নামলো।]